R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSL—4

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

৭১শ বর্ষ.
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৩ই মার্চ, ১৯৮৫ সাল।
এক মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৩৲টাকা

‘ফাঁকিবাজ’ ডি আই-এর বদলী চাইলেন প্রধান শিক্ষকেরা !

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা জেলার ডি আই অব স্কুলস কালীপদ মালাকারের বদলী দাবী করেছেন। জেলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি ও সরকারী কাজে অহেতুক ঢিলেমি দেখিয়ে স্কুলে স্কুলে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য তারা শ্রীমালাকারকে অভিযুক্ত করেছেন। শিক্ষকদের অভিযোগ, ডি আই পদে থেকেও কালীপদবাবু অধিকাংশ সময়ই কাটিয়েছেন জেলার বাইরে। মাস মাস বেতন নিয়েও এই অলিখিত ছুটি ভোগ করার ফলে বিদ্যালয়ের প্রধানেরা দীর্ঘদিন ধরে হয়রাণ হচ্ছেন।

সম্প্রতি বহরমপুরে এক জরুরী বৈঠক ডেকে জেলাজুড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্ভুত সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে ওই সব বিদ্যালয় প্রধানেরা একত্রিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন। বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র-ভর্তি, স্থান সংকুলান, শিক্ষক নিয়োগ ডি আই-এর দীর্ঘ অনুপস্থিতি ও সরকারী কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রীতা নিয়ে ভূরি ভূরি অভিযোগ তুলে বৈঠকটি আগাগোড়া উত্তপ্ত করে রাখেন বক্তারা। তাঁরা বলেন, ‘নো-ডিটেনশন’ পদ্ধতি শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের ঘাটতি ঘটিয়েছে। পাশ-ফেল প্রথা লোপ করায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। ডনেশানের নামে স্কুলে স্কুলে চাকরি দেওয়ার শর্তে ১৫/২০ হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এক বক্তা অভিযোগ করেন জেলার একটি স্কুলে প্রস্তুত প্যানেল অনুযায়ী এক যুবক চাকরির নাদাবীপত্র দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এক যুবককে লিখে দিয়েছেন একটি স্কুটারের বিনিময়ে। আর একটি স্কুলে একটি শিক্ষকপদ অধিকার করেছেন এক যুবক ৩৫ হাজার টাকা প্রণামী দিয়ে। বক্তারা অবিলম্বে স্কুলে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের এই দুর্নীতিগ্রস্ত পদ্ধতি রদ করার দাবী জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকেরা ডি আই এর নিজস্ব দপ্তর শিক্ষাভবনকে দীর্ঘসূত্রীতা ও নৈরাজ্যের ঘাঁটি বলে উল্লেখ করেন। বহু শিক্ষক অভিযোগ করেন, দিনের পর দিন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের অনুমতি না দিয়ে ডি আই ও তাঁর অধীনস্থ কর্তারা অহেতুক ‘প্যাঁচ কষছেন’। অথচ শিক্ষক ও কর্মীর অভাবে অনেক স্কুল চালানোই দায় হয়ে উঠেছে। রঘুনাথগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলছে করণিক শূন্য অবস্থায়। বারবার বলেও শিক্ষা ভবনের সম্মতি মেলেনি। শিক্ষাদপ্তরের বিশৃংখলা কিছু স্কুলে নৈরাজ্যেরও সূচনা করেছে। শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে সাপে-নেউলে সম্পর্কের ফলে কয়েকটি স্কুলে গোলমাল লেগেই রয়েছে। এইসব নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান শিক্ষকেরা। আগামী ৩১ মার্চ তাঁরা এনিয়ে বহরমপুরে একটি পূর্ণাংগ বৈঠক ডেকেছেন। ওই বৈঠকেই ঠিক হবে আন্দোলনের মূল কর্মসূচী। ওই বৈঠকে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরাও উপস্থিত থাকবেন। উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকে মতামত ও পরামর্শ নেওয়া। জনৈক প্রধান শিক্ষক জানান শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণে তাঁরা প্রথমেই সরকারী দপ্তরে শৃংখলা দূরীকরণের উপর জোর দিতে চাইছেন। এরজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাঁর মতে, ডি আই-এর বদলী।

রামপুরা-ফরাক্কা রাস্তা নির্ম্মাণে ক্ষোভ—ডেপুটেশন

ধুলিয়ান : গত ৪ মার্চ সমসেরগঞ্জ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে পাহাড়ঘাটী থেকে কাঁকুড়িয়া পর্য্যন্ত নির্মিত রাস্তাটির সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি অভিযোগের বিরুদ্ধে সমসেরগঞ্জ বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রকল্পটি আর ই পির অধীন। সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটির জন্য ১৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণ করতে গিয়ে অনেক গরীব মানুষ বাস্তু হারা হয়ে যত্রতত্র বসবাস করছেন। বাস্তুহারাদের এখন পর্যন্ত পুনর্বাসন, ত্রিপল বা জি আরের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বোগদাদনগর, তিনপাকুড়িয়া ও (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নবীন প্রাণের বসন্তে

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ মার্চ : গত ৬ মার্চ স্থানীয় সেবাশিবির ক্লাবের মুক্ত মঞ্চে আকাশের খোলা সামিয়ানার নীচে নরমসবুজ মাঠে একদল প্রাণোচ্ছল বালিকার বসন্ত-বন্দনার নৃত্যে প্রাণের স্পর্শ পেল। অনুষ্ঠান ‘নবীন প্রাণের বসন্তে’। গ্রন্থনা ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রযোজনা আনন্দধারা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মফস্বলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আনন্দধারা কর্তৃপক্ষ এবার নিয়ে মোট তিনবার বসন্ত উৎসব পালন করলেন, তাই স্বভাবতঃ তৃতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানের মান আরো উন্নততর আশা করেছিলাম। মহিলা সঙ্গীত শিল্পীরা ভি আই পি (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা য় দ্রষ্টব্য)

বাড়তি টাকা না দিয়ে রেপসীড উঠলো

ধুলিয়ান : গত ৩ মার্চ সমসেরগঞ্জ, ফরাক্কা ও সুতী থানার রেশন ডিলাররা রেশনে বরাদ্দ রেপসীড বণ্টনে এজেন্টকে টিন প্রতি বাড়তি ২-৫০ পয়সা না দিয়ে তা তুলতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানা গেছে। জঙ্গিপুর মহকুমা এম আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন যাবৎ যে সব দাবী নিয়ে সংগ্রাম করে আসছেন এ দাবীটি তার অন্যতম। খবরে জানা গেছে যে, সরকার ১৯৮৪ সাল থেকে শহর ও গ্রামাঞ্চলে (৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯১ সাল।

একটি মৃত্যু

স্থানীয় 'বিদ্রোহী কণ্ঠ' পত্রিকার (৭ই মার্চ) প্রকাশিত একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদে প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত না হইয়া পারেন না। ধুলিয়ানে কলাবাগান পল্লীর জনৈকা রেখা-দেবীকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় অনুপনগর প্রাইমারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী। পরদিন তিনি মারা যান। হাসপাতালের ডাক্তার এই মৃতার ময়না তদন্তের কোন ব্যবস্থা না করিয়া মৃতদেহ ছাড়িয়া দেন এবং ঐ মৃতদেহ নাকি হাতিচিত্রা কবর-খানায় সমাহিত করা হয়।

মৃতা রেখাদেবীর পাড়াপ্রতিবেশী ইহা জানিতে পারেন এবং নাগরিক সমিতির পক্ষ হইতে ঘটনাটি তদন্ত করিবার জন্য আই জি ও এস পির নিকট ডাকযোগে আবেদন জানান বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

উক্ত পত্রিকার প্রতিনিধি ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত করিতে গিয়া আরও কিছু তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। মৃতা রেখাদেবীর কোন আত্মীয়স্বজন ধুলিয়ানে নাই। সমসেরগঞ্জ থানার হোমগার্ড অফিসার ধনঞ্জয় দাস তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়া প্রায় সাত বছর রেখাদেবীকে নিজের কাছে রাখেন। ধনঞ্জয়বাবু নিজে বিবাহিত; স্ত্রী ও সন্তান তাঁহার আছে। শুধু আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রেখাদেবী এতদিন ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু মোহভঙ্গের পরিণতি হইল তাঁহার মর্মান্তিক মৃত্যু।

মৃত্যুর পরবর্ত্তী ব্যাপারগুলি আরও চাঞ্চল্যকর। সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ধনঞ্জয়বাবু অগ্নিদগ্ধা রেখা-দেবীকে অনুপনগর প্রাইমারী হাস-পাতালে লইয়া যান গভীর রাত্রে। রেখাদেবী মারা গেলে গোপনে তাঁর মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, হাসপাতালের ডাক্তার মৃতদেহ ছাড়িয়া দিলেন কেন? ময়না তদন্তের কোন ব্যবস্থা তিনি করিলেন না কেন? ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ীতে রেখা-দেবী আত্মহত্যা করিলেন না তাঁহাকে পুড়াইয়া মারা হইল? আত্মীয়-স্বজনবিহীনা রেখাদেবী ধনঞ্জয়বাবুর নিকটে জুটিলেন কি প্রকারে? ধনঞ্জয় বাবুর স্ত্রী ও সন্তান বর্তমান। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী ধনঞ্জয়বাবুর ও রেখাদেবীর সম্পর্কের কথা জানিতেন না?

পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই রহস্যের কিনারা হইবে না। জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিবেন। আশার কথা, নাগরিক সমিতির পক্ষ হইতে বিষয়টি লইয়া তোলপাড় শুরু হইয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ব্লু ফিল্ম প্রসঙ্গে

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত 'শহরের বুকে ভি ডি ও কফি হাউসের অবৈধ ব্যবসা ও ফলাও অশ্লীল ছবির প্রদর্শন' সংক্রান্ত একটি সংবাদে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় সে প্রসঙ্গেই কিছু তথ্য সরবরাহের জন্য এ চিঠির অবতারণা। আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে চিঠিটি প্রকাশিত হলে আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবো। বর্তমানে ভি ডি ওর মাধ্যমে অশ্লীল ছবির প্রদর্শন কেবলমাত্র রঘুনাথগঞ্জেই নয় জঙ্গিপুর শহরেও বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এই 'ভি ডি ও হাউস'-টির (এ নামটা লোকমুখে প্রচালিত কেননা এটির কোন সাইনবোর্ড নেই যাতে একে অন্ততঃ কফি হাউস' বলেও চালানো যায়!) অবস্থিতি জঙ্গিপুর শহরের বাবুবাজারে। বিচালি নির্মিত একটি হলঘরে এখানে দিনে চটকদার হিন্দী ছবির নির্দোষ প্রদর্শনী নিয়মিত হয়ে থাকে বটে, তবে আসল কাজ অর্থাৎ 'ব্লু ফিল্ম' দেখানোর পালা শুরু হয় রাত এগারোটায়! দক্ষিণা জনপ্রতি পাঁচটাকা! সুতরাং যে জন রসিক, কহ সন্ধান! স্বভাবতঃই দর্শক সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। নিষিদ্ধ ফলের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করার মতো মনের জোর আর কারই বা আছে!

সমাজের মধ্যে এমনিতেই অনেক অসুখ, তারপরও এ জাতীয় বিকৃতরুচির ছবি প্রদর্শন তার কতোখানি উপকার করছে তা সহজেই অনুমেয়। সংসার জন্মে মানুষ অনেক নীচে নামতে পারে জানি কিন্তু এই ভি ডি ও কেন্দ্রটির পরিচালকমণ্ডলীতে যে কিছু ভদ্রলোক (?) আছেন! শুধু তাই ই নয় রাতের অন্ধকারে সর্বাঙ্গ চাদর আবৃত করে আরও কিছু ভদ্রলোক দর্শকের আসনে বসে থাকেন! এটাই সবচেয়ে কষ্টের অনুভূতি, এরপর 'ভদ্রলোকে' শব্দটির সংজ্ঞাটিই বোধকরি পাল্টে নিতে হবে। অবিলম্বে এসব নোংরা কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া উচিৎ বলে মনে করি, জনসাধারণ আর কতোদিন চোখ বুঁজে থাকবেন কে জানে! পরিশেষে, ভি ডি ও র মাধ্যমে অশ্লীল ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে বিস্তারিত ও সাহসী প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য আপনারা আমার হার্দিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সুস্থরুচি ও সংস্কৃতির পুন-রুজ্জীবনের জন্য আপনারা ভবিষ্যতেও এরকমই সচেষ্ট থাকবেন এই কামনা।

পরশুরাম চক্রবর্তী,
জঙ্গিপুর

ভিন্নচোখে

প্রকৃতির আঙিনায় বসন্তের দখিন দুয়ার খোলা। বকুল বিছানো পথে শিমুল ফুলের রেণু মেখে এসেছে ঋতু-রাজ বসন্ত। তাই সাড়া জেগেছে কচি কিশলয়ের প্রাণে। কোকিলের কুহু-গীতি সাড়া জাগায় মনে। কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন। বনে বনে ধরেছে মুকুল। মনে বয় দখিন হাওয়া। ফাগুন লেগেছে বনে। আকাশ রঙে রাঙা। প্রকৃতি সেজেছে অশোক পলাশ, চাঁপা-বকুলে। কৃষ্ণচূড়ার লাল আবিরে যেন দিকে দিকে লেগেছে আগুন। বসন্তের ফুল গেঁথেছে জয়ের মালা। আকাশে বাতাসে উঠেছে যৌবনের ঝড়। নবীন প্রাণের বসন্তে ধরায় চিত্ত উতলা। তাই আজ গৃহ-বাসীর কাছে দ্বার খোলার আহ্বান। স্থলে জলে বনতলে লেগেছে দোল। বসন্ত-উৎসবের প্রাণ এই দোলোৎসব। এই উৎসব যৌবনের গতিময়তার। দোল পূর্ণিমার চারিদিকে রঙের বন্যা। অনুরাগের রঙ, যৌবনের রঙ। বসন্তের প্রাণোচ্ছল এই উৎসবের মধ্যে ধরায় এলেন মানবপ্রেমিক ভাববাদী বিদ্রোহী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। আমাদের ঘরের ছেলে গৌরাঙ্গ। প্রেম ভালবাসা দিয়ে সমস্ত জাতির মর্মদেশকে আলোড়িত করে আমাদের উত্তরিত করলেন নব-জীবনে। বাঙালীর চিন্তায়—কল্পনায়—অনুশীলনে নিয়ে এলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁর সার্বজনীন প্রেমধর্মের বন্যায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সাম্য ও ঐক্য। প্রমাণিত হল সেই চরমসত্য—সবার উপর মানুষ সত্য। প্রেম ও ধর্মের কোন জাতি নাই। তাই সবার রঙে রঙ মেশানোর সদিচ্ছা বসন্ত উৎ-সবের মূলসুর।

মনি সেন

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৩

ছ-ড়-ড়া

হোলিহ্যায়

জাবাল সত্যকাম

বৃন্দাবনে খেলছে হোলি নন্দরাজের
নন্দনে,
বাসন্তি রঙ ফুলের রেণু,
মাথে মাথায় বাজিয়ে বেণু,
পেরিয়ে এসে প্রাচীন সে যুগ
এ যুগেরই অঙ্গনে,
চেয়ে দেখি ময়লা মাখা
বাঙলাদেশের যৌবনে॥

কাঁহা সো রসগীতি কাঁহা পিচকারী,
কাঁহা সো রসরাজ কাঁহা গোপনারী,
ঔলট গিয়া সো যৌবনরীতি,
যুবক যুবতী কা নেহি সোমতি,
আভি জঙ্গলকা আইন উঁহ
বান্দর বান্দরী॥

আন্তর্জাতিক যুববর্ষে হোরি খেলার
অঙ্গনে
কাটছে হাত, ফাটছে মাথা
রঙের বদলা, ময়লা যা তা,
ধুলো বালি কাঁচের গুঁড়ো,
এ্যাসিড ভরা বেলুনে.
পথচারীর বারোটা বাব,
রঙ লেগেছে যৌবনে॥

যেন মানুষ থেকো জ্যান্ত বাঘ এল
বনের বাহিরে রে,
তাথৈ তাথৈ নাচে যৌবন
পথে ব্যোম চাকু চলে শন্‌শন্,
উৎসবের মুখোস পরে মনের পশু
জাগল রে,
খুন খারাপি যা খুশি কর
সভ্য আইন ভাগল রে॥

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে
সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের
বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

দোল ঃ প্রাণের মুক্তি—না উল্লাস—না বিকৃতি

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাত্যহিকের শত শত তুচ্ছ সংকীর্ণ আবিলতার গ্রন্থিমোচন করে উৎসব আমাদের লোকজীবনে বহন করে আনে উচ্ছ্বসিত আনন্দ। সেই আনন্দের আয়োজনে অন্তরের ঐকান্তিকতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা সম্মিলিত হই এবং একাত্ম বোধ করি।

উৎসবের আঙিনায় আনন্দের ঝর্ণাধারায় নিত্যদিনের ধূমাঙ্কিত জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানিকে ধুইয়ে দিয়ে শুচিস্নাত হয়ে উঠি। মিলন যজ্ঞহোমে আহুতি দিয়ে চরিতার্থতা বোধ করি। জরাজীর্ণ জীবনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন সঞ্চিত কালিমাকে মুছে দিয়ে আনন্দোজ্জ্বল জীবনের আস্বাদন অনুভব করি 'নৈমিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তাই উৎসবের দিন জীবনের আর পাঁচটা দিনের হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পৃথক। প্রতিদিনের জীবনের তুচ্ছতার বেড়া ডিঙিয়ে উৎসব আমাদের জীবনে-মননে এনে দেয় মুক্তির আস্বাদন। উৎসব তো একার নয়। সম্মিলিত এবং যৌথ উদ্যোগ আয়োজন উপস্থিতি এবং মানসিক সাযুজ্যের সমীকরণেই তো উৎসবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সার্বজনীনতার মোহনায় তার মুক্তি এবং পরিব্যাপ্তিতে সফলতা এবং সার্থকতা।

বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি জীবনে জেগে ওঠে নূতন প্রাণের সাড়া, নবজীবনের বন্যা। কচি কিশলয়ে, রক্তিম পুষ্প পত্রে জয়া বিজয়ের নিশান থাকে উড়তে। রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে আকাশ আর বনবীথি। প্রকৃতি জীবনের এই রঙের বন্যার রূপকে মানুষ আপনার জীবনে প্রতিমূর্ত করতে চেয়েছে। তাই হয়তো প্রকৃতির আঙিনা হতে কুড়িয়ে এনেছে রঙ—আর তাই দিয়ে মানুষ রাঙিয়ে তুলেছে আপন মনের উত্তরীয়। মৃত বনবীথি নবীন বসন্তের স্পর্শ লাভ করে যৌবনের রক্তিম বন্যায় যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নূতন প্রাণ চেতনায়।

এমনি সময়ে আসে দোল। গৃহবাসীর জরাজর্জর বিড়ম্বিত জীবনে বহন করে আনে দীপ্ত প্রাণের উল্লাস। ম্লান চেতনার আবর্জনায় অবরুদ্ধ জীবনের অলস গ্লানির অবসান ঘটিয়ে দিয়ে প্রাণ বন্যায় পূর্ণ করে তোলে হৃদয়ের সমস্তটাই। লোকায়ত জীবনে এ উৎসব সবাকে জয় করার বিজয়োৎসব। এ জন্যই পুরাণোক্ত নাম হলো ফল্গু। বিষ্ণু নাকি তাকে নিধন করে পালন করেছিলেন এই দিনে বিজয়োৎসব। জরায় হতে সঞ্জীবনই হলো ফল্গু উৎসব। কেউ বলেন ফাগ আবার কেউ বলেন ফাগুয়া। আবার কারও কথায় এর নাম হোরিকা বা হোলি। আবীর আর কুমকুমের উৎসব। একদিন প্রাত্যহিকের জীবনের সমস্যাভারে যখন আমাদের প্রাণ সত্তা ঝিমিয়ে পড়ে—আবীর কুমকুমে রঞ্জিত দোল ঠিক যে সময়ে আসে আমাদের মাঝে—। বহন করে নিয়ে আসে সবার রঙে রঙ মিশানার মর্মবাণী। প্রীতি আর প্রেমে, রাগে এবং অনুরাগে সবার অন্তরকে ভরে তোলার অবকাশ আনে বয়ে। তখন নূতন প্রাণ চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠি; উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুভব করি প্রাণের মুক্তি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র 'আমি' উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বৃহৎ 'আমি'র আস্বাদন করে। ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' ঘটে মুক্তি। উৎসব মানুষকে অন্নময় প্রাণময় কোষ হতে এনে দেয় মুক্তি।

আমাদের সকলেরই স্মর্তব্য প্রাণের মুক্তির অর্থ বল্গাবিহীন প্রাণের অসংযত উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ নয়। দোলোৎসবের মধ্যে আছে শুচিতা, আছে সংযত, মার্জিত এবং শীলিত হৃদয়ের অনুরাগ। তার ব্যত্যয়ে ঘটে বিকৃতি। তা হয় অশালীন। জনজীবনে দোলোৎসবের গতি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখতে পাওয়া যায়—বিকৃত রুচির বীভৎসতা। যে উৎসবের মাঝ দিয়ে মানুষ সকল অন্তরের স্পর্শ লাভ করার এমন সুযোগ পায়—আজকের দিনগুলোতে তার পবিত্র ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। উৎসবে আজ প্রাণের রঙ কোথায়? কোথায় প্রীতি—অনুরাগের আবীর কুমকুম?

আজ রঙের পিচকারীর কণ্ঠ হতে নির্গত সস্তা মার্কা বাজারী রঙ উৎসবের আনন্দময় শুচিতাকে করেছে নষ্ট। রঙপূরিত বেলুনের আবির্ভাব ঘটিয়েছে কুমকুমের অন্তর্ধান। উৎসবের পোষাকের অন্তরালে চুণকালি কলঙ্কিত মুখাবয়বের সোল্লাস বিকৃত প্রতিচ্ছবি কি উৎসবের পবিত্র শুচিতা ও সংযমের অবক্ষয় ঘটায় না? বিপন্ন অথবা অসুস্থ পথচারী পথ বাজারে চলার পথে অতর্কিতভাবে নিক্ষিপ্ত রঙের শিকার হয়ে বাক রহিত বিহ্বলতায় কি বিমূঢ় হয়ে পড়ে না? কিছু সংখ্যক মানুষের আনন্দোল্লাস কি অনেকেরই নিরানন্দ মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না?

আনন্দ সবাই চায়—চায় উৎসবের শরিক হতে। উৎসবের আঙিনায় প্রয়োজন সকলের সানন্দ উপস্থিতি। হার্দিক প্রীতির বিনিময় হলো উৎসবের প্রাণসত্তা। উৎসবে তাই প্রয়োজন কলুষমুক্ত অন্তরের উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশ। ফাগের রঙের সঙ্গে হৃদয়ের রঙ এবং অনুরাগ মেশাতে না পারলে দোলোৎসব হবে অসার্থক। তা হবে উচ্ছ্বসিত প্রাণের বিকৃতি। হবে অপসংস্কৃতির কণ্ডূয়ন।

একদিনের ভলিবল

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্বরূপানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে রবিবার আশ্রম প্রাঙ্গণে একদিনের একটি ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৬ দলের এই প্রতিযোগিতায় ছোট-কালিয়া সর্বমঙ্গলা সমিতি যুবক সংঘ ক্লাবকে ৩—১ সেটে পরাজিত করে জয়ী হয়। এই প্রতিযোগিতায় দীপক চৌধুরী ও দিলরু সিংহকে যথাক্রমে রবীন্দ্র পণ্ডিত ও বলরাম চৌধুরী স্মারক পুরস্কার দেওয়া হয়।

জঙ্গীপুর ব্যবসায়ী সমিতি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩ মার্চ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সভায় জঙ্গীপুর ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। বলরাম চক্রবর্তী সভাপতি এবং বরুণ রায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সমিতির একটি অফিস খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ এবং তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার ব্যবসায়ীদের সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য সভায় আবেদন জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের বাৎসরিক (১৯৮৫-৮৬) জলকর, ফলকর তাল ও খেজুর গাছ পুকুর জমি ইত্যাদি নিম্নলিখিত স্থান, তারিখ এবং সময়ে প্রকাশ্য নিলামডাকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

১। বহরমপুর মহকুমা

ক) নিলাম স্থান : জিলা পরিষদ অফিস বহরমপুর)
তারিখ : ২৯-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

খ) নিলাম স্থান : জিলা পরিষদ অফিস বহরমপুর (কলাডাঙ্গা ডাক বাংলার পরিবর্তে)
তারিখ : ২৩-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

গ) নিলাম স্থান : বেলডাঙ্গা ডাক বাংলো (জিলা পরিষদ)
তারিখ : ২৫-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

২। কান্দী মহকুমা

ক) নিলাম স্থান : কান্দী ডাক বাংলো (জিলা পরিষদ)
তারিখ : ২৬-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

৩। লালবাগ মহকুমা

ক) নিলাম স্থান : জিয়াগঞ্জ ডাক বাংলো (জিলা পরিষদ)
তারিখ : ২৭-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

৪। জঙ্গীপুর মহকুমা

ক) নিলাম স্থান : রঘুনাথগঞ্জ ডাক বাংলো (জিলা পরিষদ)
তারিখ : ২৮-৩-৮৫ সময় দুপুর ১২ ঘটিকা

Memo No 1999,EN (6 G Date 28. 2 85.

NTPC FSTPP

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad (West Bengal)

GRAM : 'THERMPOWER' FARAKKA

National Thermal Power Corporation Ltd. invites tenders from reputed manufacturer's and their authorised dealers for including design, manufacture supply, erection, testing & commissioning of following machinery including civil works :-

Tender No. and Date	Description	Qty.	Delivery Required
T-416 dt. 21-2-85	100 MT STATIC RAILWAGON WEIGH BRIDGE (ELECTRONIC) WITH FOLLOWING SPECIFICATIONS (in brief) :- i) Over load capacity—25% ii) Minimum Graduation—10 Kg. iii) No. of platforms—2 (two) iv) Approx size of platforms—5200 × 2440 mm. v) Gap between platforms (dead zone)—2000 mm (approx). vi) Rail Structure—Suitable for Indian Railway Broad Gauge tracks. vii) Flush Panel Size—500 mm wide 120 to 150 mm high. viii) Minimum 30 weighments will be done per day.	1 (One)	Dec. '85.

Necessary spares required for 3 (three) years operation & maintaince of the Electronic weighbridge will also be required to be supplied.

1) Applications to be forwarded with detail pamphlets/Technical datas catalogue/list of parties to whom supplied similar weighbridges to establish your credential to issue tender documents.
2) Value of tender document—Rs. 100/- (one hundred only Crossed D/D in favour of National Thermal Power Corporation Ltd., IPO encashable at Khejuriaghat Post Office is only acceptable. No money orders are acceptable.
3. Last date of sale of tender document 15-4-1935
4. Tender opening date 03-05-1985 (at 10 A. M.)
5. NTPC takes no responsibility for delay, loss or non-receipt of application/ Tender documents/offers. NTPC reserves the right to accept/reject any application without assigning any reason.

CHIEF MATERIALS MANAGER
National Thermal Power Corporation Ltd.
Farakka Super Thermal Power Project
P. O Nabarun : Farakka : Murshidabad
West Bengal, : PIN 742236

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

জীন ঠাকুরদাস

ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমা। বসন্তের এই যৌবনোজ্জ্বল দিনে আজ হতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ঘর আলো করে যে শিশু জন্মে ছিল সেই শিশু পরবর্তীকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই যুবক নিমাই পণ্ডিত পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ এবং সন্ন্যাস জীবনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নামে অভিহিত হয়ে সমগ্র ভারতে ভগবানের অবতাররূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসন দখল করেন।

যদিও শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতীয় হিন্দুদের মনে আজও ভগবানের অবতার রূপেই প্রতিষ্ঠিত এবং সে কারণেই তাঁকে ধর্ম সংস্কারকরূপেই বৈষ্ণব সাধক ও মহান্তেরা বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গকে শুধুমাত্র সেইরূপে অঙ্কিত করলে ইতিহাসের বিরোধিতাই করা হবে। তিনি শুধু ধর্মের সংস্কারই করেননি, তিনি সে যুগে নিপীড়িত, ব্রাত্য মানুষের পাশে তাদের পরিত্রাতা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ; সামাজিক বাতিচারে, ধর্মীয় একদেশদর্শিতায় ও রাজশাসনের অত্যাচারে যে জনসমষ্টি মানসিক শক্তি হারিয়ে আপন গৃহকোণে অসহায়ভাবে নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছিল, সেই জনগণকে আপন শক্তি উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন পণ্ডিত নিমাই, শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। যে যুগে সামাজিক নিয়মে ব্রাত্য শ্রেণী সকল সময় অস্পৃশ্য হয়ে নগরের প্রান্তে জীবন যাপনে বাধ্য হতো। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই শ্রেণীকেও সঙ্গে নিয়ে ভগবৎ নামের অধিকার দিয়ে নিজে এবং তাঁর সহচরদের সঙ্গে একসাথে পংক্তি ভোজনের অধিকার দিয়ে সেই কুপ্রথার অবসানে সমর্থ হন। সে যুগে এই অসমসাহসিকতা প্রদর্শন সম্ভব ছিল না। তদুপরি সে যুগে শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অধিকার ছিল একমাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে যবনসংসর্গে-পতিত রূপ সনাতন প্রভৃতিকে শাস্ত্র জ্ঞান প্রদান করে মহান্ত পদে ব্রতী করান। বিধর্মী যবন হরিদাস ও পাঠান বিজলী খাঁনকেও তিনি মহান বৈষ্ণবাচার্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান শাসকগণের অন্যায়। আদেশে যখন হিন্দুরা হরিনাম বিষ্ণুনাম পূজার অধিকার বর্জিত হন তখন শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের সকলকে একসাথে নিয়ে মিছিল করে বাদশাহের নিযুক্ত শাসনকর্তা চাঁদকাজীকে ঘেরাও করে জনগণের দাবী স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার আদায় করে নেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বাদশাহের হিন্দু প্রতিনিধি জগন্নাথ ও মাধাই এর বিরুদ্ধাচরণেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি এই সমস্ত কুশাসকের বিরুদ্ধে এমনভাবে জনমত সংগঠিত করেন যে দুর্দ্ধর্ষ জগাই মাধাইও শেষ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর সহচর হয়ে সমাজ সংস্কারে আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি তৎকালীন যুগের সন্ন্যাসীদের আত্ম অহমিকা খণ্ডন করে তাদিকে জনগণের উপকারে আত্ম নিয়োগ করার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। তার কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করে কাশীর অহংকারী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ পরাজয় স্বীকার করে তাঁর জনমুখী ধর্মের অনুশাসন গ্রহণ করেন। তিনিই সে যুগের সমাজের সকল গোঁড়ামি দূর করে সকল মানুষ ভগবানের অংশ এবং মানুষের সেবায় শ্রেষ্ঠ সাধনা এই অনুভূতি সকলের মধ্যে প্রচার করে, প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক, ধর্মীয় উন্নতি আনয়ন করে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেন, তাই তাঁকে সকলের কাছে ভগবানের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আজ তাঁর পাঁচশত বর্ষ জন্ম দিবস উপলক্ষে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নয়, প্রকৃত মানুষ, শ্রেষ্ঠতম মহামানব শ্রীগৌরাঙ্গকে স্মরণ করে, আত্মজ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হবার দিবস। চণ্ডিদাসের "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই" এই বাণীকে সার্থক রূপায়ণ যিনি করে গেছেন পাচশত বৎসর পূর্বে তিনিই আমাদের স্মরণীয় বরণীয়, নিমাই পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আমাদের বড় আদরের পরম শ্রদ্ধার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ

(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

গৃহবধূর আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ১৩ মার্চ—আজ এখানে কানাই দাসের পুত্রবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে। কারণ জানা যায়নি।

এস, টি, ই র কনভেনশন

ধুলিয়ান : গত ৮ মার্চ স্থানীয় লুথার ইন্সটিটিউশনে জঙ্গিপুর মহকুমা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এস, টি ই এর) এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি তপন রায় চৌধুরী ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক এম. সিরাজ উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার প্রায় প্রতিটি হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল, হাই মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণ কনভেনশনে উপস্থিত থেকে পাঁচ দফা দাবীর সমর্থনে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক হিসেবে চৌদ্দ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বুনিয়াদী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৌড়ঝাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় খিদিরপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নেহারুল সেখ (৪র্থ শ্রেণীর) মুর্শিদাবাদ জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ১ম স্থান অধিকার করে এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করে।

ক্ষেত-মজুর সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ : গত ২ মার্চ সুতী থানার উমরাপুরে সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেত মজুর সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ ও ৩ মার্চ প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়॥ প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ও অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভা নেত্রী ও প্রাক্তন মন্ত্রী প্রতিভা মুখার্জী এবং জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুস সহিদ॥ সুতী থানার বিস্তীর্ণ এলাকা কিভাবে কানালের কল্যাণে জলমগ্ন। এই থানার পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। মধ্য চাষী, গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরদের সারা বছরের কাজ নেই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া বছর বছর বন্যাহীন বন্যা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। হবিবুর রহমান ও ফজলুল হক নয় দফা দাবী উত্থাপন করে সেগুলি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন এবং আগামীতে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বসে আঁকা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুলেখা কালি উৎপাদক সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী বসে ছবি আঁকার যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মহকুমার সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের তিনটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতায় জঙ্গিপুর মহকুমার ১৫০ জন অংশ গ্রহণ করে।

এন-টি-পি-সিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন

ফরাক্কা : গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কা থানা টি-ইউ-সি-সি শ্রমিক সংস্থার নেতৃত্বে ফরাক্কা—ন্যাশানাল থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্টে জমি ক্ষতিগ্রস্তদের চাকরীতে অগ্রাধিকার, ইন্টারভিউয়ের নামে দলবাজী, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বৃহদায়তন বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সরকার সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তা কার্যকরী করছেন না বলে জমি ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ। এই সমস্ত সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে টি-ইউ-সি-সির পক্ষ থেকে আগামী এপ্রিল মাসে গণঅবস্থান আন্দোলন জোরদার করা হবে বলে সম্পাদক গোলাম আমেদ জানিয়েছেন।

ইউরিয়া ও গুড় মিশ্রিত নতুন পশু খাদ্য

খড়ের ওপর ইউরিয়া এবং গুড়ের মিশ্রণ স্প্রে করে দিলে খড়ের খাদ্য গুণ ও স্বাদই শুধু বাড়ে না, গরুর শরীর ইউরিয়া শোষণের জন্য যে শর্করার দরকার হয় তা পাওয়া সহজ হয়। ইউরিয়া এবং গুড়ের মিশ্রণ তৈরী করতে হলে একটি লোহার কড়াইতে ২ কেজি ইউরিয়া এবং ৬ কেজি গুড় এক ঘণ্টা যাবৎ হালকা আঁচে গরম করতে হবে। এর সঙ্গে ১৭ লিটার জল মেশাতে হবে এবং এই মিশ্রণ ৪০ কেজি খড়ের ওপর ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি মোটা করে প্রলেপ দিয়ে সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে।

ইউরিয়ার অপব্যয় বাঁচাতে, খড়ের ওপর একবার ইউরিয়ার প্রলেপ দিয়ে তা শুকিয়ে নিতে হবে এবং তার ওপর আবার প্রলেপ দিতে হবে। এই ভাবে তিন চার বার প্রলেপ দেওয়া দরকার। গো-খাদ্যে ইউরিয়া ও গুড় মিশ্রিত খড় ছাড়াও কিছু সবুজ খাদ্য খাওয়াতে হবে। ছয় মাস কম বয়সের বাছুরকে এই খাদ্য খাওয়ানো উচিত নয়। গো-খাদ্যে এই খাদ্য মেশানোর আগে গরুকে আগে কিছু ইউরিয়া-বিহীন খাদ্য দিতে হবে। (এক আই ইউ)

নবীন প্রাণের বসন্তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিল্পীদের মত নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে এসেছিলেন। অনুষ্ঠান তাই শুরু হয়েছিল নির্ধারিত সময়ের পরে। ব চ্চা-মেয়েদের সম্মেলক নাচ সবক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে না চললেও উপভোগ্য হয়েছে। 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে'— এই গানটি ও এর সাথে নৃত্য সবচেয়ে প্রাণবন্ত হয়েছে। 'ওরে গৃহবাসী' গানটি বেশী বিলম্বিত হওয়ার ফলে নৃত্যে কোন মেজাজ আনতে পারেনি। বাকী গান-গুলি সুগীত। তবে আনন্দধারার কাছ থেকে আমরা আরো উন্নতমানের অনু-ষ্ঠান আশা করি।

ক্ষোভ— ডেপুটেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর) কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চা-য়েতের সহযোগিতা নিয়ে রাস্তার কাজ চৌকা প্রথায় চলছে। শ্রমিকগণের যেখানে চৌকা প্রতি সাড়ে আট টাকা মজুরী পাওয়ার কথা সেখানে সাড়ে সাত টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তা ছাড়া মাটির কাজে দুর্নীতির ব্যাপারে স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তারই বহিঃপ্রকাশ এই ডেপুটেশন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হবেন সরকার রৌশন আলী, কুতুব দিঞ্জা ও আবদুল খালেক। বি ডি ও পঞ্চায়েত সভাপতি সুষ্ঠু ভাবে রাস্তার কাজ ত্বরান্বিত করার আশ্বাস দেন।

রেপসীড উঠলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেপসীড দিয়ে আসছেন। ১৯৮৪ সালের ৬ মাস এই মহকুমার এজেন্টরা টিন প্রতি ছয় টাকা এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত তিন টাকা ও আড়াই টাকা অলিখিতভাবে বাড়তি হিসেবে রেশন ডিলারদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করছিলেন। এইসব এজেন্টরা সরকারী আমলাদের যোগসাজসে এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন বলে অভি-যোগে প্রকাশ।

ব্যবহার করুন

সি. আর. দাসের

ফ্লাওয়ারেন্ট ক্যা

মুক্তি টুথ পাউডার

মুক্তি টুথ পাউডার

মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তির ভালবাসি!

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা । নিউ দিল্লী

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।

নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুবিন্দ্রা

রঘুনাথগঞ্জ

C/o পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন: রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

STUDIO & COLOUR LAB.

RAGHUNATHGANJ, MURSHIDABAD, W.B.

ফোন: ১১২

সকলের প্রিয়

এবং

বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

বিশ্বাসপুর • ঘোড়শালা • মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অচ্যুতম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।